Subject : Sanskrit, **Semester :** 2nd & 4th
Course : GENERIC ELECTIVE (GE-1) Course -2
GENERIC ELECTIVE (GE-2) Course -2
Paper : SANS-H-GE-T-02

Q. "দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্" - উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

Ans. সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে আচার্য দণ্ডীর স্থান অনেক উচ্চে। তিনি 'দশকুমার চরিত' নামক গদ্যকাব্য রচনা করে আজও অমর হয়ে আছেন। লোককথার কাহিনীর উপর ভিত্তি করে নিজ প্রতিভাবলে এক অত্যুত্তম গদ্যকাব্য তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। চির প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী বা গতানুগতিক উপাখ্যান নিয়ে তাঁর কাহিনী রচিত হয়নি। রাজপ্রাসাদের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে সমাজের অন্তরে তিনি প্রবেশ করেছেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্ভারে সজ্জিত দশকুমারচরিত তৎকালীন সমাজের এক মনোরম দলিল হিসেবে গৃহীত হতে পারে। রাজা, রাণী, রাজকুমার এবং রাজকন্যা ছাড়াও ধূর্ত, যাদুকর, জুয়াড়ী, চোর, নারীহরণকারী প্রভৃতি সমাজের সকল স্তরের লোকের বিচিত্র চিত্র তিনি দশকুমারচরিতে অঙ্কন করেছেন।

তাঁর সম্পর্কে বলা হয় "দণ্ডিন: পদলালিত্যম্" সুললিত পদবিন্যাসে ও অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকারাতিশয্যে তাঁর এই ভ্রমণ বৃতান্তখানি পাঠকদের মনকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। সংস্কৃত গদ্যকাব্যে তিনি একটি শৈলী সৃষ্টি করে গেছেন। এই শৈলী কবি সুবন্ধু, এমনকি মহাকবি বাণভট্টও সৃষ্টি করতে পারেননি।

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে- ১)কাব্যাদর্শ-নামক অলংকার গ্রন্থ ২)দশকুমার চরিত নামক - গদ্যকাব্য ও ৩)অবন্তিসুন্দরীকথা নামক গদ্যকাব্য এই তিনখানা গ্রন্থ দণ্ডীর প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।

'দশকুমারচরিত' কাব্যটি পূর্বপীঠিকা, উত্তরপীঠিকা ও উপসংহার-এই চিনটি ভাগে সম্পূর্ণ। পূর্বপীঠিকায় পাঁচটি, উত্তরপীঠিকায় আটটি এবং উপসংহারে একটি উচ্ছ্বাস আছে।

দন্তীর রচনার একটি অভিনবত্ব হল তৎকালীন সমাজচিত্র বর্ণনা, অলৌকিক বিষয় বর্ণনা এবং অদ্ভুত অদ্ভুত মণি ও পক্ষীর বর্ণনা। স্বর্গে যমরাজের কাছে কীভাবে মানুষের বিচার হয় এবং অপরাধী ব্যক্তিরা কীরূপ শাস্তি পায়- তার একটি সুন্দর বর্ণনা দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসের অন্তর্গত মাতঙ্গের বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়। এই ধরনের স্বর্গের বর্ণনা সংস্কৃত তিনিই প্রথম আনয়ন করেছেন। রোমাঞ্চ রোমা একের নানা বর্ণনার মাধ্যমে দশজন কুমারের ভ্রমণ- কাহিনী বর্ণনা করেছেন আচার্য দণ্ডী তাঁর- 'দশকুমারচরিত' নামক গদ্যকাব্যে।

এই কাহিনীর মধ্যে কাল্পনিক বিষয় যেমন অনেক আছে, তেমনি আবার প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঋতু, পর্বত, নদী, সরোবর, নগর, সন্ধ্যা, প্রভাত, সূর্য, চন্দ্র, দিন, রাত প্রভৃতির অতুলনীয় সজীব বর্ণনাও লক্ষ্য করা যায়।

এই গ্রন্থের নায়ক রাজবাহন, নায়িকা অবন্তিসুন্দরী। এছাড়া সিংহবর্মা, পুষ্পোদ্ভব, দারুবর্মা, বালচন্দ্রিকা, কামমঞ্জরী, ইন্দ্রমুখী, মারীচ প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান ও গৌণ চরিত্রগুলিও দণ্ডীর রচনার গুণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

দণ্ডীর রচনা সহজ, সরল,সাবলীল ও সুস্পষ্ট। শ্লেষ, অর্থহীন শব্দসম্ভার বা সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা অযথা তাঁর রচনা কোথাও ভারাক্রান্ত হয়নি। তাঁর এই গদ্যকাব্যটিতে সফল চরিত্র চিত্রণ যেমন করা হয়েছে, তেমনি আবার লোভ, অসাধুতা, ভণ্ডামি, প্রতারণা, চৌর্যবৃত্তি, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি বাস্তব- জীবনের কুৎসিত দিকটিও তিনি তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। এভাবে রচনাগুণে তিনি বাল্মীকি-বেদব্যাস ও বাণভট্টের সাথে সমানভাবে তুলনীয় হন।

বাস্তবধর্মী কবি দণ্ডী অত্যন্ত সুস্পষ্ট, সরস, ললিত ও সাবলীল ভাষায় সমগ্র পৃথিবীর আপামর জনমানসে তাঁর কাব্যচিত্র অঙ্কিত করেছিলেন এবং যা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র অনুপ্রাস অলংকার প্রযুক্ত ললিতমধুর পদসন্নিবেশের দ্বারা।তাই দণ্ডীর সারস্বত কুশলতায় দশকুমার চরিত একটি পদলালিত্যপূর্ণ গদ্যকাব্য যা তৎকালীন সমাজদর্পণ রূপে সর্বজনস্বীকৃত হয়েছিল।

বিশ্রুতচরিতের একেবারে শুরুতেই ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত অষ্টবর্ষীয় বালকের কাতর অনুরোধ প্রসঙ্গে কবির ললিত পদবিন্যাস –

"স চ ত্রাসগদগদমগদৎ" এবং কুপ হতে উত্থিত বৃদ্ধের উক্তি প্রসঙ্গেও কবির নৈপুণ্য-
"সোহশ্রুগদগদমগদৎ" অতি ক্ষুদ্রকায় বাক্যেও ধ্বনিত হয়েছে অনুপ্রাসের শব্দ- সাম্যত্বের অনুরণন।

সুতরাং কবি দণ্ডী যে যথার্থই পদলালিত্যের সার্থক রূপকার অবিসংবাদিত- ভাবেই তা স্বীকার্য। তাই বোধ হয় স্বয়ং সরস্বতী কবির জয়গানে মুখর হয়ে তার কণ্ঠে পরিয়েছিলেন প্রশংসাসূচক বাণীর রত্নহার-

"কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী ন সংশয়ঃ।
ত্বমেবাহং ত্বমেবাহং ত্বমেবাহং ন সংশয়।।"